দেশান্তর — ইরানের তিনটি ছবিতে আফগানিস্তান

শুভদীপ ঘোষ

'স্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে চিহ্ন ছেড়ে অন্য চিহ্নে গিয়ে ...'

— 'স্থান থেকে' (জীবনানন্দ দাশ)

ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতির অবতারণা করব শুরুতে। আমি কোন দেশী এ-প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলি ওপার-বাংলা (বাংলাদেশ)। বলাবাহুল্য আমি নিজে ওপার থেকে এপারে আসিনি, এসেছিলেন আমার প্রপিতামহরা ও প্রমাতামহরা। কথার পিঠে কথায় বিভিন্ন সময়ই আমি শুনেছি সেইসব স্মৃতিকথা আমার ঠাকুমার মুখ থেকে। ছেচল্লিশের 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' (সুহাদ সুরাবর্দীর 'ডিরেক্ট অ্যাকশন') এবং তৎপরবর্তী বাংলার যে ঐতিহাসিক দাঙ্গা, খাঁটি বাঙাল-ভাষায় সে কথা বলতে বলতে প্রায়শই লক্ষ্য করতাম ছানি অপারেশনের ফলে মোটা পাওয়ারের চশমার পিছনে আমার ঠাকুমার চোখদুটি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। স্মৃতিপটে মাঝে-মাঝেই উঠে আসত গান্ধীর একক দুঃসাহসিক নোয়াখালি অভিযানের কথা। আরো জানতে পারি সাতচল্লিশের মাঝামাঝি সময়ে আমার দাদু অবশেষে তাঁর পুরো পরিবার নিয়ে

ওপার-বাংলার ভিটে-মাটি ত্যাগ করেন কোনো এক মাঝরাতে। শেষপর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ক্রমেই প্রাণনাশের হুমকি আসতে থাকায় বাধ্য হয়ে এক ভোরে সপরিবারে এসে ওঠেন উত্তর-কলকাতার মতিঝিল অঞ্চলে সুধাপিসিদের (দাদুর দুঃসম্পর্কের বোন) বাড়িতে। তারপর অন্য ইতিহাস। আমার শৈশব ও কৈশোরে শোনা ওইসব স্মৃতিকথাগুলি যে আমার মধ্যে কোনোপ্রকার সূক্ষ্ম 'হিন্দুত্ববাদ'-এর জন্ম দেয়নি, তার জন্যেও আমি আবার বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার দাদুরই কাছে। কারণ এও আমার ঠাকুমার মুখ থেকে শোনা যে তিনি বলতেন ওপার-বাংলার তৎকালীন উচ্চবর্ণের হিন্দু জোতদার জমিদাররা গরীব মুসলমানদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। এর হাত থেকে রেহাই পেত না — এখন যাদের তফসিলী জাতিভুক্ত বলা হয় — সেই, তথাকথিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর গরীব মানুষগুলিও।

ফলত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে আলাদা আলাদা ভাবে চিনতে শেখার অভ্যাস যা আমার অজান্তেই আমার মধ্যে শুরু হয়েছিল তা 'ডিসপ্লেসমেন্ট ও সিনেমা' সংক্রান্ত এই আলোচনায়ও আমি ভাগ করে নিতে চাই সাধ্যমত। শুরুতেই একরাশ ব্যাক্তিগত স্মৃতিচারণার কারণ লেখার বর্তমান বিষয়টির সঙ্গে আমার আবেগের (সরাসরি ভুক্তভোগীদের তুলনায় যা নিঃসন্দেহে অনেক অগভীর) যোগাযোগটাকে লেখার একটা যুৎসই শুরু হিসেবে ব্যবহার করা। 'ডিসপ্লেসমেন্ট ও সিনেমা' সংক্রান্ত এই আলোচনায় যে এক বা একাধিক ছবিকে আমি নির্বাচিত করব তার স্বাধীনতা আমি পেয়েছি ঘোর বাস্তবের (ডিসপ্লেসমেন্ট) সঙ্গে শিল্পের (সিনেমা)অরুন্তুদ মেলবন্ধন হেতু। যার আবেদন দেশকালের উর্দ্ধে। এ ব্যাপারে আরেকটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার আশ্রয় আমি নেব। সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা থেকে অনতিদূরে ইছামতি নদীর ধারে টাকি নামক একটি জায়গায় যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। জায়গাটির বিশেষত্ব হল ইছামতির অপর পাড়টি খুলনা অর্থাৎ বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত আবেগ ছাড়াও এই

অঞ্চলটির স্থানমাহাত্ম্য আর যে স্মৃতিটাকে এক ধাক্কায় উসকে দিয়েছিল তা একটি চলচ্চিত্রের স্মৃতি। যারা গ্রীসের থিও অ্যাঞ্জেলোপোলাস-এর *দ্য সাসপেন্ডেড স্টেপ অব দ্য স্টর্ক* (১৯৯১) দেখেছেন তাঁরা জানবেন এ-রকমই একটি নদী ছিল ওই ছবিটিতেও, যার এপারে এক দেশ ওপারে অন্য। 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এর তোয়াক্কা না করে যেখানে এপারের মানুষের সঙ্গে বিয়ে হত ওপারের মানুষীর।

'ডিসপ্লেসমেন্ট' বা স্থানচ্যুতিকে আমরা মূলত দু-ভাবে দেখতে পারি — শারীরিক এবং মানসিক। শারীরিক স্থানচ্যুতি আবার ঘটে থাকে মূলত দু-ভাবে — স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে। যিনি স্বেচ্ছায় স্থানত্যাগ করলেন বা যিনি বলপূর্বক স্থানচ্যুত হলেন, উভয় ক্ষেত্রেই যে মানসিক স্থানচ্যুতি, শারীরিক স্থানচ্যুতির পূর্বশর্ত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব মোদ্দা কথা উপরে-উপরে এই ভাগাভাগিগুলি আসলে ভেতরে-ভেতরে যথেষ্ট মেলামেশা করে। এ-ব্যাপারে কার্ল মার্ক্স-এর একটি চিঠির বক্তব্য,

> লক্ষণীয় রকমের একই জাতীয় ঘটনা কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিবেশে ঘটছে — পুরোপুরি ভিন্ন ফলাফলের দিকে চলে যায়। এইসব বিবর্তনের প্রত্যেকটি আলাদাভাবে অনুধাবন করে তারপর সেগুলির মধ্যে তুলনা করে এই প্রক্রিয়াটিকে বোঝার চাবিকাঠিটি খুঁজে পাওয়া সহজ।

এখন দেশকাল ভেদে ফলাফল এক বা একধরনের হলেও কারণ যেমন একই বা ভিন্ন হতে পারে, তেমনি পরবর্তীকালে কারুশিল্পে কারণ-ফলাফলের প্রণিধানযোগ্য সময়ানুক্রমিক বিন্যাস সবক্ষেত্রে নাও ঘটে থাকতে পারে। 'ডিসপ্লেসমেন্ট'-এর কারণ ও ফলাফলের প্রণিধানযোগ্য সময়ানুক্রমিক বিন্যাস আফগানিস্তানের পটভূমিতে তৈরি *কন্দহর*, *৯/১১* (স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি) এবং *অ্যাট ফাইভ ইন দি আফটারনুন* নামক তিনটি ছবিতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে চিত্রিত

হয়েছে এ দাবী আমরা করছি। এই তিনটি ছবির প্রেক্ষাপট যেমন আফগানিস্তান, তেমনি এই আলোচনায় আমাদের কাজ হবে এই তিনটি ছবিকে প্রেক্ষাপটে রেখে ঐ কালখণ্ডটিকে (মূলত 'ডিসপ্লেসমেন্ট' সন্নিহিত রাজনীতি, ইতিহাস ও দর্শন) সাধ্যমত নজরে নিয়ে আসা।

কন্দহর (২০০১) ছবিটি ইরানের প্রখ্যাত পরিচালক মহসিন মখমলবাফ-এর। স্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যাওয়া একটি সম্পূর্ণ অবহেলিত দেশকে একজন সমাজ-সচেতন পরিচালক হিসেবে কেবলমাত্র সবার অনুধাবনে নিয়ে আসা নয়, নিজের দেশ ইরানের সঙ্গে ধর্মের বাইরেও ইতিহাসগতভাবেও যে বিশেষ সম্পর্ক আছে আফগানিস্তানের সঙ্গে সে-কথা অন্যত্র জানতে পারি মখমলবাফ-এর কাছ থেকেই। কারণ আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে আফগানিস্তান ইরানের বৃহত্তর খোরাসান প্রদেশের অংশ ছিল। তখন নাদির শাহের আমল। ইরানে যাওয়ার পথে ঘুচানে নাদির শাহ খুন হলেন। আফগান সেনাধ্যক্ষ আহমেদ আবদালি যে পৃথক ভূখণ্ডের স্বায়ত্বশাসন ঘোষণা করেন, তাই আজকের আফগানিস্তান। আমরা মখমলবাফ-এর জবানবন্দিতে এও জানতে পারি, *কন্দহর*-এর ব্যাপারে তিনি সচেতন হন তাঁরই এক বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে —

> One day a young Afgan woman, who has taken refuge in Canada, came to see me. She had just received a desperate letter from her friend who wanted to commit suicide because of the harsh conditions in Kandahar. She wanted to go back and help her friend at all cost. She asked me to go with her and film her journey.

সেই সময়ে এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তীকালে মখমলবাফ গোপনে আফগানিস্তান যান এবং আফগান জীবন নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর, বলা বাহুল্য, এই ঘটনাই *কন্দহর* চলচ্চিত্রের বিষয় করেন। ছবিতে উদ্‌বাস্তু এই আফগান মহিলার নাম দেওয়া হয়

নফস্ (যার অর্থ স্বাধীনতা), যিনি একজন সাংবাদিক এবং বান্ধবীর স্থান নেয় ছোট বোন। একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন, সে-অর্থে বাস্তুহীন মানুষের মিছিল এ-ছবিতে সরাসরি বা বিশদভাবে অনুপস্থিত। এ-দাবী যথেষ্ট সঙ্গতও নয় কারণ *কন্দহর* দীর্ঘ দেশান্তরের উপর তোলা কোনো সাংবাদিকের সংবাদচিত্র নয়। এ-ছবি বরং অনেক বেশি করে একটি বিশেষ সময়ের দেশান্তরের অনুপুঙ্খ কারণচর্চা, যা বলার চাইতে দেখায় বেশি। মখমলবাফ-এর *কন্দহর*-এ দেশান্তর মনোপরিসরে যে সময়ে স্থাপিত তার ইতিহাস মোটামুটিভাবে দু-দশকের। সত্তর দশকের শেষভাগে অর্থাৎ রাশিয়া যে সময়ে (১৯৭৯) আফগানিস্তান আগ্রাসন করে, অতঃপর আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধের সময়ে এবং পরিশেষে আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের সময়ে বড় ধরণের 'এক্সুডাস' হয় (যে আলোচনায় আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করব)। ছবিতে নফস্ তাঁর ছোট বোনকে বাঁচাতে ইরান-আফগানিস্তান সীমান্ত গোপনে অতিক্রম করেন রেড-ক্রস-এর হেলিকপ্টারে, কারণ আফগানিস্তান তাকে কন্দহর যাওয়ার ভিসা দেয়নি। এর পর আমরা নফস্-কে দেখতে পাই ইরানের একটি উদ্‌বাস্তু আফগান পরিবারের সঙ্গে কন্দহর -এর পথে। তালিবানরা মাঝরাস্তায় ওই পরিবারটির প্রায় সবকিছু ছিনিয়ে নিলে (মূলত যে সব জিনিস ব্যবহারে তাদের নিষেধাজ্ঞা আছে) তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আবার ইরানে ফিরে যায়। ছবিতে পরিষ্কার বলা না থাকলেও এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে এই পরিবারটি হয় সোভিয়েতআগ্রাসনের সময়ে দেশত্যাগ করেছিল অথবা তালিবানদের বিরূদ্ধে গৃহযুদ্ধের সময়ে (যা এই ছবিরও প্রেক্ষাপট)।

দীর্ঘকাল ধরে ঘরে-বাইরে বিধ্বস্ত হওয়ার যে নজির আফগানিদের আছে তারও একটা ইতিহাস আছে। আহমেদ আবদালির (পাশতুন উপজাতি) আফগানিস্তানে আরো বিভিন্ন উপজাতি, যেমন, তাজিক, হাজারেহ, উজবেকরাও ছিল, যারা আবদালির স্বায়ত্বশাসন মেনে

নেয়নি। ফলে প্রত্যেক উপজাতিই পরিচালিত হত তাদের স্ব-স্ব নেতা দ্বারা এবং এর ফলে আফগানিস্তান কোনোদিনই 'নেশন স্টেট' হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৭৯-তে সোভিয়েত রাশিয়ার আফগানিস্তান আগ্রাসনের পর আমেরিকার মদত পেত দেশের অভ্যন্তরে গজিয়ে ওঠা এইসব প্রতিরোধকারী উপজাতি জঙ্গি-গোষ্ঠীগুলি। ক্রমে রাশিয়া পিছু হটলে আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতায় কে আসবে এই নিয়ে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। অনেকের মতে পাকিস্তানের মদদপুষ্ট তালিবরা, যারা পরবর্তীকালে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক-সামরিক দখলদার হলেন, তারা আসলে আহমেদ আবদালি যে পাশতুন কৌম উপজাতিভুক্ত ছিলেন, সেই উপজাতিরই মানুষ। এরাই অতীত থেকে অধিকাংশ সময় আফগানিস্তানে রাজত্ব করেছে। এখন এই তালিবানদের জারি করা ফতোয়াগুলি ছিল মূলত, মেয়েদের বোরখা পরতে হবে, পুরুষসঙ্গী ছাড়া তারা রাস্তাঘাটে বেরোতে পারবে না, মেয়েদের সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং ফোটোগ্রাফি- সংগীত-চিত্রকলা নির্বিশেষে যে-কোনো শিল্পকলা আসলে অপবিত্র অতএব নিষিদ্ধ হবে। ছবিতে নফস্-কেও তাই বাধ্য হয়ে বোরখা পরতে হয়। যদিও প্রায় মোটিফের মত মাঝেমাঝেই নফস্ তার মুখাবয়ব আমাদের দেখান বোরখা তুলে ধরে, এ যেন নিজের স্বত্ত্বাকে রি-অ্যাসার্ট করা কিংবা নিদেনপক্ষে যে শ্বাসরোধকারী বশবর্তিতার শিকার গোটা আফগানিস্তান তাকে প্রতীকীরূপে খানিক লাঘব করা। তালিবানদের ফতোয়া মেনেই ছবিতে নফস্-কে তাঁর যাত্রাপথে সঙ্গ দেয় একাধিক পুরুষ। ছবির অবয়বে টুকরো-টুকরো ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া কিছু ঘটনা যেন কতকগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। মাদ্রাসাগুলিতে ধর্মগ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শৈশব থেকেই কৃপাণ ও বন্দুক ব্যবহারের তালিবানি প্রশিক্ষণ মনোপরিসরে বিস্তৃতি পায় যখন কিশোর খাক মরুভূমিতে পরে থাকা একটি কঙ্কালের হাত থেকে আঙটি খুলে ডলারের বিনিময়ে বেচে দিতে চায় নফস্-এর কাছে। অপর আরেক সমকেন্দ্রিক বৃত্তে

রেড ক্রসের হেলিকপ্টার থেকে পতিত ফানুসের ন্যায় কৃত্রিম প্রত্যঙ্গগুলির দিকে ছুটে যেতে দেখি অসংখ্য বিকলাঙ্গ আফগানিদের। (প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন নফস্ তাঁর যে বোনকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে আফগানিস্তান যাচ্ছে সেও তার পা দুটি হারিয়েছে।) আমাদের চকিতে মনে পড়ে যায় সারা দেশজুড়ে বসন্তের দাগের মত ছড়িয়ে থাকা ল্যান্ডমাইনগুলির ব্যাপারে নফস্-কে সাবধান করে দিয়েছিল একটি আফগানি কিশোরী। তার খেলনা পুতুলটার গায়ে পা দিয়ে। ছবির শেষের দিকে একঝলক দেখতে পাই ইরানে দেশান্তরিত একদল আফগানিদের। আর ঠিক পরেই প্রেতমূর্তির মত রঙ-বেরঙের বোরখাপরা মানুষের ঢল, পর্দা প্রায় ঢেকে ফেলে — এরা একে অপরকে সার্চ করছে। রঙের বিচিত্র সমাহারের মধ্যে অবরুদ্ধতার বৃত্ত, যা যেন কিছু বলতে চাওয়ার অধিকার নিয়ে সঠিক ভাবে নিজেদের দেখাতে চায়। ন্যারেটলজি-হেমোটলজির তাত্ত্বিক বিতর্কে না গিয়েও একথা বলা যায়, যা সরাসরিভাবে অনুক্তই থেকে যায় বলে এ-ছবি একার্থে প্রোপাগান্ডা না হয়ে, দেশান্তরকে তার সঠিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার ছবি হয়ে ওঠে তা হল এই দীর্ঘ টালমাটালের মধ্যে প্রায় পঁচিশ লক্ষ আফগানি গৃহযুদ্ধ ও ক্ষুধার তাড়নায় দেশ ছেড়ে আশ্রয় নেয় ইরানে গিয়ে (এবং প্রায় তিরিশ লক্ষের মত পাকিস্তানে গিয়ে)। যা বলপূর্বক স্থানচ্যুত করা (মোট জনসংখ্যার তিরিশ শতাংশ বা পঁয়ষট্টি লক্ষ) আফগানিদের সংখ্যার প্রায় চল্লিশ শতাংশ। ২০০১-এর মে মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডেভিড ম্যাকনামারা আফগানিস্তান সম্পর্কে বলেন "fastest growing displacement crisis anywhere seen so far" (একই সঙ্গে এও বলেন যে আফগানিস্তানের বাহান্ন শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে), একই মাসে 'মানবাধিকার সংস্থা' থেকে একদল চিকিৎসক, তালিবানি নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন "one of the most deliberate forms of discrimination against women in recent history"।

বলা বাহুল্য, মখমলবাফ-এর *কন্দহর* সেই সময়ের দলিল যখনও পৃথিবীতে 'গ্রাউন্ড জিরো' শব্দটি আজকের অর্থ নিয়ে আবির্ভূত হয় নি। *কন্দহর* শেষ হয় মোটামুটি আগস্ট ২০০১ নাগাদ, ফলত স্বাভাবিকভাবেই তাতে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-র কোনো ছাপ নেই। ৯/১১-এর কিছু সময়ের মধ্যেই গোটা পৃথিবী বুঝে যায় যে আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করবে। যেখানে মখমলবাফ-কে পুশান চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর পরবর্তী ছবির বিষয় আফগানিস্তান শুনে প্রশ্ন করা হয় 'আফগানিস্তান কি?' সেখানে 'গ্রাউণ্ড জিরো' পরবর্তী অধ্যায়ে এই দেশটিই হয়ে ওঠে তাবড় মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। 'গ্রাউণ্ড জিরো' বিশ্বায়ন-প্রাপ্ত হয় বিশ্বজুড়ে তার 'সরাসরি সম্প্রচার'-এর সুবাদে। কিন্তু আফগানিস্তানে যখন কমবেশি পঁয়ষট্টি লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় এবং পঁচিশ লক্ষের মত মানুষ কুড়ি বছরে মারা যায় যুদ্ধে বা অনাহারে, তখন তার কোনো 'সরাসরি সম্প্রচার'-ই হয় না। তাই তালিবানি ফতোয়া চূড়ান্ত ক্ষমতার শিলমোহর পেয়ে যায় ওই দেশটির কাছ থেকে পাওয়ার মত লাভজনক কিছুই নেই বলে। কিন্তু যা সূঁচ হয়ে এক দেশে ঢুকছে তাই যে ফাল হয়ে আরেক দেশে বেরোবে, তারই অন্য প্রতিকৃতি *কন্দহর*। একটি গুরুত্বহীন, ভুলে যাওয়া দেশকে বেশি করে মনে পড়ার আগাম ইঙ্গিত। সমিরা মখমলবাফ-এর বয়ানে

> ... 9/11 proved that cinema can at times pre-empt television and satellite dishes in transmitting information ...

মহসিন মখমলবাফ-এর বড় মেয়ে সমিরা। নিজের চিত্রনাট্যে ৯/১১ এর *গড, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন* অধ্যায় এবং বাবার ও নিজের যৌথ চিত্রনাট্যে *অ্যাট ফাইভ ইন দি আফটারনুন* নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘের ছবি করেন সমিরা। আফগানিস্তানের প্রেক্ষাপটে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের খোদ পটভূমিতে সমিরা আমাদের নিয়ে যান তাঁর *৯/১১ : গড, কনস্ট্রাকশন*

অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন অধ্যায়ে। যুদ্ধ এখানে গৃহ (কন্দহর) ছেড়ে আন্তর্জাতিক। ইটের বাড়ি যে মার্কিনদের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রর হাত থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাতে পারবে না একথা বলতে শুনি একজন শিক্ষিকাকে। ইরানের দেশান্তরিত আফগানিরাও এব্যাপারে অত্যন্ত শঙ্কিত একথাও তাঁকে বলতে শুনি। আন্তঃরাষ্ট্রিক যুদ্ধ যদি এ-ছবিতে উল্লম্বে অধিষ্ঠিত হয়, তাহলে বাস্তুচ্যুতি-দেশান্তর (মনোপরিসরে) আনুভূমিকভাবে অধিষ্ঠিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে ইতালির প্রখ্যাত দার্শনিক তথা চিন্তাবিদ জর্জিও অ্যাগামবেন একদা এ-মত ব্যক্ত করেছিলেন যে ৯/১১ এর পর গোটা পৃথিবীটাই যেন রয়েছে একটা 'ইমার্জেন্সি'-র মধ্যে। সমিরা-র *৯/১১ : গড, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন* অধ্যায়ের আবহ সেই রকম। আসলে ১৯৭৯-র দ্বিমেরু বিশ্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধ যেমন ছিল মার্কিনদের কাছে পাল্টা ক্ষমতার প্রদর্শন, ২০০১-এর একমেরুবিশ্বে তা সম্পূর্ণ বল্গাহীন, কারণ তা উদ্‌বৃত্ত ও একবগ্গা। অথচ কী আশ্চর্য যে, ঘটনার জন্য মার্কিনরা তাদের তালিবানদের হাত থেকে উদ্ধার করতে এসেছে সে ব্যাপারে সমিরা-র *৯/১১ : গড, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেস্ট্রাকশন* অধ্যায়ে চিত্রায়িত আফগান শিশুগুলি কিছুই জানে না। বিশ্বায়নের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ সেখানে সঠিক ভাবে না পৌঁছনোর দরুনই বোধ হয় ৯/১১-য় নিহত মানুষগুলির প্রতি আফগান শিশুগুলি এক মিনিটও নীরব থাকতে পারে না। সমিরা-র এই দুর্ধর্ষ 'মকারি' অন্তিম পরিণতি পায় যখন শিশুগুলিকে শিক্ষিকাটি বাধ্য হয়ে ট্রেড সেন্টার-এর কাছাকাছি কোনো প্রতিরূপ হিসেবে ব্রিক ফারনেসটিকে দেখান। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের 'সরাসরি সম্প্রচার'-এ বিশ্বায়ন এটিকে যে ভাবে দেখতে অভ্যস্ত, অর্থাৎ টাওয়ারের মাথা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, এখানেও সমিরা হাই অ্যাঙ্গল-এ ব্রিক ফারনেসটিকে অনেকটা সেই ভাবেই ধরেন। সেই জন্যই বলেন,

> Basically radio, TV and satellites are the official voice of regimes and powerful authorities but cinema is the only broadcast medium where the author voices the spirit of nations without any tribune.

দেখানোর আধিক্য এ-ছবিতে বলার থেকে আরো বেশি। সমিরা প্রায় কিছুই বলেন না, কেবল মননে ধ্বংসপ্রাপ্ত উত্তর-আধুনিক ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল আর্কিটেকচার-টিকে রেখে নয়নে প্রাগাধুনিক ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল আর্কিটেকচার-টিকে প্রতিষ্ঠা দেন। দুটি আর্কিটেকচার-ই স্ব-স্ব ইতিহাসকে বহন করে চূড়ান্ত বৈপরীত্যে অদ্ভুতভাবে সমসময়ের দলিল হয়ে ওঠে। আর এই জরুরি অবস্থায় ইরানে দেশান্তরিত আফগানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দু-কোটির মত এবং পাকিস্তানে প্রায় পাঁচ কোটির মত। নোয়াম চমস্কি-র ভাষ্য থেকে জানতে পারি আফগান বিদ্রোহী আবদুল হক, যিনি মার্কিনদের অত্যন্ত কাছের মানুষ এবং আশ্রিত রয়েছেন পাকিস্তানে, 'কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস' নামক একটি সংগঠন তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেয়। যাতে তিনি দাবী করেন যে, যেখানে তারা নিজেরাই দেশের অভ্যন্তর থেকে তালিবানদের উৎখাত করতে পারেন সেখানে মার্কিনদের এই বোমাবাজি সেই প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট ব্যহত করছে। এই সাক্ষাৎকারটি অমেরিকায় ছাপা হয় নি, ছাপা হয়েছিল ইউরোপে। ২০০১-র অক্টোবর October নাগাদ পাকিস্থানে মার্কিন আশ্রিত প্রায় এক হাজার আফগান নেতাকে নিয়ে একটি বৈঠক হয়, সেখানেও তাঁরা বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে একই মত ব্যক্ত করেন। 'রিভল্যুশনারি অ্যাসোসিয়েশন অফ দি উইমেন' বলে আফগানিস্তানের একটি নারী-সংগঠনও যুদ্ধ ও দেশান্তরকে একই সূত্রে গাঁথে।

অ্যাট ফাইভ ইন দি আফটারনুন-এর প্রেক্ষাপট তালিবান উৎখাতের পরের আফগানিস্তান। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন এ ছবির সময়কাল। ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত একটি রাষ্ট্রকে বহুমাত্রিক

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে এছবি। একদিকে তালিবানহীন আফগানিস্তানে এ সময় ধীরে-ধীরে উদারিকরণের হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। বোরখা-প্রথা অনেক শিথিল হয়ে এসেছে, মেয়েদের স্কুলগুলিও আসতে আসতে খুলতে শুরু করেছে। এ ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র নোকরেহ্ আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে। দীর্ঘ অবরুদ্ধতার পর এই প্রথম আফগান কোনো নারী (নোকরেহ্) পাকিস্তান-ফেরত আফগান এক যুবককে হুকুম করে তাঁকে অনুসরণ না করতে। ঐতিহ্য (যে ভাবে আছি, ঠিক আছি) ও আধুনিকতার (যে ভাবে আমি থাকতে চাই) দ্বন্দ্ব যথাক্রমে বাবা ও মেয়ের অনুকল্পে যেমন এ-ছবির একটি স্তর, অপর আরেকটি স্তরে এ-ছবি বাস্তুচ্যুতি ও পুনর্বাসনের অন্য এক সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বাস্তবিকই এই সময় প্রায় দশ লক্ষ আফগানি পুনর্বাসনের অনেক আশা নিয়ে অন্যদেশ থেকে আফগানিস্তানে ফিরে আসে। তাদের মধ্যে পাকিস্তান ফেরত একদল আফগানিদের আমরা এ-ছবিতে দেখতে পাই। নোখরে ও তাঁর পরিবারটিকে নিয়ে এ-ছবির কাহিনী শুরু হয়ে এই অংশে তাদের সাধারণিকরণ ঘটে। গোটাদলটির সঙ্গে নোকরেহ্-কে যেন মনে হয় অন্তে-নির্বাসিত। অতঃপর বাস্তবিকই নোকরেহ্-রা তাদের শেলটার ছাড়তে বাধ্য হন গোটা দলটি সেখানে এসে উঠলে। কাহিনী আবার সাধারণ কতৃক নির্দিষ্ট হয়। এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত বাস্তুভিটেগুলি স্বভাবতই পুনরায় বসবাস করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ফলে ফিরে আসা গৃহহীন মানুষজনেরা অনেকাংশেই গৃহহীনই থেকে যায়, তাদের একাংশ পুনরায় দেশত্যাগ করে এবং আরেকাংশ স্থান নেয় ঐ ধ্বংসাবশের মধ্যে বা রাস্তাঘাটে নোকরেহ্-দের মতই কোনোক্রমে। একে পানীয় জল এবং পুষ্টিকর খাদ্যের তীব্র অভাব, তার উপর ফিরে আসা মানুষের খাদ্য-পানীয়ের চাহিদা পরিস্থিতিকে আরো অসহনীয় করে তোলে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে কিন্তু সমগোত্রীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জর্জিও আগামবেন তাঁর 'উই রিফিউজি' নামক প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখছেন,

> From the beginnng, many refugees who technically were not stateless preferred to become so rather than to return to their homeland (this is the case of Polish and Romanian Jews who were in France or Germany at the end of the war, or today of victim of political persecution as well as of those for whom returning to their homeland would mean the impossibilities of survival)

কন্দহর, ৯/১১ হয়ে *অ্যাট ফাইভ ইন দ্য আফটারনুন* কীভাবে যেন উদ্‌বাস্তুদের 'স্টেটলেস' হয়ে ওঠার আলেখ্য। আইন যে মানুষকে চেনে তা দেশীয় হোক বা আন্তর্জাতিক, এ যেন তার অতিরিক্ত সত্য কথা। আসলে মানুষের উচ্ছেদ তো শুধুমাত্র কতকগুলি মানুষের উচ্ছেদ নয়, এর শিকড় আরো গভীরে। এ একটি চলমান প্রক্রিয়াকে (তা যথেষ্ট পঙ্গু হলেও) জোর করে প্রকরণ ভেদে সম্পূর্ণ ধ্বস্ত করা। ফলে ফিরে আসা মানুষের কাছে নতুন করে জীবিকা নির্ধারণ, সাংস্কৃতিক পুনর্সংযোগ, যেমন একটা বিরাট সমস্যা ঠিক তেমনই যেখানে ফিরে এলো সেই অঞ্চলের মানুষের কাছে দৈনন্দিন দুর্বিষহ সমস্যাগুলো এতে গুনোত্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়। ছবিতে এক জায়গায় দেখি পূর্বে উল্লেখিত শেলটার থেকে বেরিয়ে পরিত্যক্ত ভাঙ্গা একটি যুদ্ধ বিমানে গিয়ে নোকরেহ্-দের আশ্রয় নিতে (পাকিস্তান ফেরৎ দলটির যে কেউই হতে পারত এই অংশে নোকরেহ্-দের প্রতিকল্পন)। অত্যাচারি ও অত্যাচারিতকে আবার সমকালীনতায় বাঁধেন সমিরা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে। এই ভাঙ্গা যুদ্ধবিমানটি একই সঙ্গে সীমাহীন দম্ভ ও নির্বিকল্প শূন্যতার প্রতীক। চতুর্দিকে তীব্র দুরবস্থার মধ্যেই নোকরেহ্-র দিদি নোকরেহ্-কে জানান তাঁর সদ্যজাত সন্তানটির জন্য আর অবশিষ্ট নেই একফোঁটা মাতৃদুগ্ধও। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি রোমান পোলানস্কি-র *দ্য পিয়ানিস্ট* ছবিটির কথা। এছবিতে স্পিলম্যান

যখন সন্তানসম্ভবা ডরোথা-কে "When your baby delivered?" তখন ডরোথা তার উত্তরে বলে "It is not a good time to have children"। পোলানস্কি-র ক্যামেরা অতঃপর এছবিতে ডরোথা-কে অনুসরণ করেনি, কিন্তু স্থান ও কালের বিশাল ব্যবধান সত্ত্বেও ডরোথা-র এই উক্তিকে অপর আরেক অসুখি সময়ে প্রায় দৈববাণীর মত মনে হয়। নোকরেহ্-রা ক্রমে ওই ভাঙ্গা যুদ্ধবিমানটিও পরিত্যাগ করে। ছবির একাংশে টাঙ্গা গাড়িতে নোকরেহ্-দের গোটা পরিবারটিকে দেখতে পাই। উপরে মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলিকে উড়ে যেতে দেখি চূড়ান্ত বৈপরীত্যে। সবকিছুই বড় বেদনার মতো বাজতে থাকে আমাদের মনে। খাদ্যাভাব ও প্রচণ্ড ঠান্ডায় সদ্যোজাত শিশুটি ধীরে ধীরে নিথর হয়ে আসে। মর্মস্পর্শী এই সমস্ত প্রতীকে অতিরিক্ত মাত্রা যুক্ত হয় যখন শিশুটিকে নিদেনপক্ষে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য টাঙ্গা গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। মানবতার ক্রমবর্ধমান অবনমন পরিশেষে বাস্তবের দাবী মেনেই চূড়ান্ত রূপ পায় যখন শিশুটিকে শেষ পর্যন্ত আর বাঁচানো যায় না। প্রাণোচ্ছল, সদাচঞ্চল, শব্দ মুখর শৈশবের বিপরীতে মাতৃমুখে শিশুটির অস্তিত্ব ছাড়া নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব (কি কান্নার শব্দে, কি মুখভঙ্গীতে) সমিরা তৈরি হতে দেন না। এমনকী, অতি-নাটকের ত্রিসীমানায় না গিয়ে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রায় ভাবলেশহীন ভাবে চিত্রায়িত করেন ভাঙ্গা যুদ্ধবিমান পরিত্যাগ থেকে শিশুটিকে কবর দেওয়া পর্যন্ত গোটা সময়কালটিকে। ক্যামেরার পিছনে একজন কৃতি চলচ্চিত্রকারের বেদনাহত হৃদয়টিকে আমরা চিনে নিতে থাকি এছবি দেখতে দেখতে। উল্লেখ প্রয়োজন যে,

> An interim government was formed under the Bonn Agreement-a roadmap for peace, stability and democracy in Afghanistan-which was signed on 5 December 2001 at Bonn, Germany, by the Afghan military

> commanders, representatives of the former Afghan King, Zahir Shah and representatives of Afghanistan's different ethnic groups.
>
> – "Post 9/11 Afghanistan and the Regional Security Scenario" by Nasiha Gul

সমিরা এই তথ্যটি আমাদের বলেন না, বরং যা দেখান তাতে এই তথ্য অন্য সূত্রে জানা থাকলে সঙ্কটকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি) কাঠামোগুলির অসাড়তা আমাদের নতুন করে ভাবিত করে। *কন্দহর, ৯/১১* হয়ে *অ্যাট ফাইভ ইন দি আফটারনুন* চলচ্চিত্র হিসেবে ছাড়াও আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির দরুন বিষয় হিসাবেও দেশ-কালের উর্দ্ধে তার ইঙ্গিত লেখার শুরুতে দিয়েছিলাম। কিন্তু সংখ্যার বিচারে যাকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পলিটিকাল এক্সুডাস বলে অনেক সংখ্যাতাত্ত্বিকই মেনে নেন, বঙ্গভঙ্গের সেই বঙ্গে অন্তত চলচ্চিত্রে সেই প্রেক্ষাপট আর তেমনভাবে পেলাম কোথায়। আক্ষেপের বিষয় দেশভাগের ক্ষত নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের (এবং নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল*) ছবিগুলিকে বাদ দিলে বাকি যা পড়ে থাকে তাকে মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে এক চূড়ান্ত আত্মবিস্মৃতি ছাড়া আর কীই বা বলতে পারি। যাই হোক, এই আলোচনা আর না বাড়িয়ে বরং উল্লেখ করব অন্য একটি বিষয়ের এবং তারপর ইতি টানব আমাদের আলোচনার। মহসিন মখমলবাফ-এর *কন্দহর-এ* আমরা একজন ব্ল্যাক আমেরিকান মুসলমান চিকিৎসকের দেখা পাই। কথায় কথায় তিনি আমাদের জানান তিনি আফগানিস্তান এসেছিলেন ঈশ্বরের সন্ধানে। কখনো আজিকদের হয়ে পাশতুনদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর আজিকদের সঙ্গে আছেন এ দাবী মেনে নিয়ে কখনো পাশতুনদের হয়ে আজিকদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর পাশতুনদের সঙ্গে আছেন এ দাবী মেনে নিয়ে তিনি জারি রাখেন তাঁর এই অনুসন্ধান। অতঃপর একদিন রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন অনাহারক্লীষ্ট দুটি

শিশুকে, "One was Pasthoon, one was Tazik, then I understood that in search for good is in helping this people, heal the pains"। অনেক সমালোচকই এর মধ্যে পাশ্চাত্যের উত্তর-ঔপনিবেশিকতার লক্ষণ খুঁজে পান।

আমরা একে সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখব না। বরং দেশভাগ, দেশান্তর, রাজনৈতিক উচ্ছেদ, যুদ্ধের মত সংকটেও যে মানুষের সভ্যতা থমকে থাকে না, হাজার বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে জীবনকে বয়ে নিয়ে চলার যে আবহমান শ্বাশত প্রচেষ্টা তা জারি থাকে এ জাতীয় বোধ কম-বেশি থেকে যায় বলেই বোধ হয়।

'আমরা যাই নি মরে আজও তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়'।

— ঘোড়া (জীবনানন্দ দাশ)

তথ্যসূত্র
1. *Closeup*: Hamid Dabashi (Publication: Verso)
2. *Image and Narrative* (Online magazine of the visual narrative)
3. *ক্ষমতা ও সন্ত্রাস* : নোয়াম চমস্কি (প্রকাশক মনচাষা)
4. *আফগানিস্তান ট্র্যাজেডি* : মোহসেন মখমলবাফ (প্রকাশক জীতেন নন্দী, মন্থন সাময়িকী)